- বর্ষ ২০২৪
- সংখ্যা ০৩
- জুলাই- সেপ্টেম্বর

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

প্রকাশনার ২৩ বছর

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

দেশের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার জরুরী বৈঠকে ঘাসফুল

এনজিও নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময়ঃ

উদ্ধার, ত্রাণ ও বন্যা-পরবর্তী সংকট মোকাবেলায় সমন্বিত উদ্যোগের তাগিদ

> প্রধান উপদেষ্টার জরুরী বৈঠকে ঘাসফুলের সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী অংশ নেন। ঘাসফুল ইমার্জেন্সি রেসকিউ টিমের প্রশিক্ষিত সদস্যরা বন্যাদুর্গত ফেনী, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন এলাকায় মোট ১৪টি পয়েন্টে প্রায় ৭০ জন উদ্ধারকর্মী জরুরী উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনা করে। বৈঠকে দেশের উপকূলীয় ও বন্যাদুর্গত অঞ্চলে কাজ করা ৪৪টি এনজিও'র প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে।

সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে অন্তর্বতীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস ২৪ আগস্ট ২০২৪; বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় দেশের শীর্ষ এনজিও নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক জরুরি বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে দেশের উপকূলীয় ও বন্যাদুর্গত অঞ্চলে কাজ করা ৪৪টি এনজিও'র প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে।

◢ বাকী অংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

জাতীয় কন্যাশিশু দিবসে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

কন্যাশিশুর স্বপ্নে আগামীর বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার

> *কন্যাশিশুদের অধিকার, সমান সুযোগ এবং তাদের স্বপ্নপূরণে রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব নিয়ে গুরুত্বারোপ করে সাদিয়া রহমান বলেন, কন্যাশিশু শুধু ভবিষ্যতের মা নয়, সে একজন স্বপ্ন দেখা মানুষ, সম্ভাবনার প্রতীক।*

"কন্যাশিশুর স্বপ্নে গড়ি আগামীর বাংলাদেশ" এই শক্তিশালী প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে চট্টগ্রামে উদযাপিত হলো জাতীয় কন্যাশিশু দিবস। জেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর চট্টগ্রামের যৌথ আয়োজনে শিশু একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় দিনব্যাপী আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ◢ বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

দেশের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠকে... ১ম পৃষ্ঠার পর

ঘাসফুল প্রতিনিধি হিসেবে উক্ত গুরুত্বপূর্ণ সভায় উপস্থিত ছিলেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী। রাষ্ট্রীয় সংকটে উন্নয়ন সহযোগিতার এক উজ্জ্বল উদাহরণ তৈরি করলো দেশের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো (এনজিও)।

বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, "মানুষের পাশে দাঁড়ান, সমন্বয় বাড়ান"। তিনি আরো বলেন, "বন্যার ভয়াবহতা শুধু এই মুহূর্তের জন্য নয়, পানি নেমে গেলে শুরু হবে নতুন লড়াই। খাদ্য সংকট, স্বাস্থ্যঝুঁকি, জীবিকা পুনর্গঠন, এসব বড় চ্যালেঞ্জের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।" তিনি উদ্ধার কার্যক্রম, জরুরি ত্রাণ বিতরণ, স্বাস্থ্য সহায়তা এবং দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন কার্যক্রমে সরকারি-বেসরকারি সমন্বয় আরও দৃঢ় করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। উক্ত বৈঠকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা দেশের এনজিও-গুলোর প্রতিনিধিদের একযোগে মাঠ পর্যায়ে কাজ করার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে সম্ভাব্য পরবর্তী সংকট নিরসনে প্রস্তুত থাকতে বলেন।

উল্লেখ্য ঘাসফুল ইমার্জেন্সি রেসকিউ টিমের প্রশিক্ষিত সদস্যরা ২১ আগস্ট থেকে বন্যাদুর্গত ফেনী, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন এলাকার মোট ১৪টি পয়েন্টে ৭০ জন উদ্ধারকর্মী উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতা শুরু করে। জরুরী উদ্ধার কাজের পাশাপাশি তারা দুর্গত মানুষের মাঝে শুকনো খাবার, খাবার স্যালাইন, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসামগ্রী বিতরণ কার্যক্রমও পরিচালনা করে। ঘাসফুল ইতোমধ্যে বন্যা-পরবর্তী সময়ের জন্য স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবেলায় মেডিকেল ক্যাম্প, গবাদিপশু চিকিৎসা ক্যাম্প, পুষ্টি সহায়তা, শিশু ও নারীদের মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা এবং জীবিকা পুনর্বাসন কর্মসূচির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

কন্যাশিশুর স্বপ্নে আগামীর বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার... ১ম পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান। সভাপতিত্ব করেন জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মোঃ মোছলেহ উদ্দিন। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক আতিয়া চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর চট্টগ্রামের উপ-পরিচালক ড. আতাউর রহমান, ইলমার প্রধান নির্বাহী জেসমিন সুলতানা পারু এবং ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক সাদিয়া রহমান।

ঘাসফুল প্রতিনিধি সাদিয়া রহমান তার বক্তব্যে কন্যাশিশুদের অধিকার, সমান সুযোগ এবং তাদের স্বপ্নপূরণে রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব নিয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, কন্যাশিশু শুধু ভবিষ্যতের মা নয়, সে একজন স্বপ্ন দেখা মানুষ, সম্ভাবনার প্রতীক। এই আয়োজনের মাধ্যমে কন্যাশিশুদের জন্য একটি নিরাপদ, সহনশীল ও বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত হয়। বক্তারা বলেন, কন্যাশিশুর অধিকার নিশ্চিত করা মানেই দেশের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করা।

দিবসটি উপলক্ষে শিশুদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে গান, আবৃত্তি, ও নৃত্যের মাধ্যমে উঠে আসে কন্যাশিশুর প্রতি ভালোবাসা, অধিকার ও স্বপ্নের কথা। এই ধরনের অনুষ্ঠান সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, এবং কন্যাশিশুদের ক্ষমতায়নে নতুন প্রেরণা যোগায়।

দরিদ্র-মেধাবীদের পাশে-ঘাসফুল শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম

ঘাসফুল-শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় ৩১ জুলাই ২০২৪ পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে মেখল ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের তিনজন দরিদ্র-মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে শিক্ষাবৃত্তির চেক হস্তান্তর করেন হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব এ.বি.এম. মশিউজ্জামান। এসময় তিনি বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী, উপস্থিত বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও ঘাসফুল এর সফলতা কামনা করেন।

২০২২ সালে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ২০২৩ সালে ১মদফায় ১৪ জন এবং ২০২৪ সালে ২য়দফায় ১১জন দরিদ্র শিক্ষার্থীকে জনপ্রতি বার হাজার টাকা হারে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। পিকেএসএফ'র সহায়তায় সর্বশেষ ২য় দফায় বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন হাটহাজারী উপজেলার মো: শানে মিল্লাত (হাটহাজারী সরকারি কলেজ), সাদিয়া আক্তার (ফতেয়াবাদ সিটি কর্পোরেশন ডিগ্রি কলেজ), মোদাচ্ছির ইসলাম আকিব (লাঙ্গলমোড়া শামছুল উলুম ফাযিল মাদ্রাসা), মো: তাহের (হাটহাজারী সরকারি কলেজ), কর্ণফুলী শিকলবাহা এলাকার নুপুর আক্তার (চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ), পটিয়া উপজেলা কালারপোল এলাকার মাসুদুর রহমান (চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ), ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার রোজিনা আক্তার (ফেনী সরকারি কলেজ), নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার মোছাম্মৎ উম্মে রুম্মান (নিয়ামতপুর সরকারি কলেজ), মো: সামিউল ইসলাম (নিয়ামতপুর সরকারি কলেজ), কুমারি সুচিতা রাণী (নিয়ামতপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ), সুখদেব রবি দাস (নিয়ামতপুর সরকারি কলেজ), মহাদেবপুর উপজেলার আশা (শ্রীপুর সরকারি কলেজ), অনিমা মাহাতো (নিয়ামতপুর সরকারি কলেজ), পত্নীতলা উপজেলার মোছাম্মৎ খাদিজা বানু (নজিরপুর সরকারি কলেজ)।

ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র

বিশ্ব শিশু দিবস ও অধিকার সপ্তাহ ২০২৪ উদযাপনে ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২৪ উদযাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি-চট্টগ্রামের উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২৯ সেপ্টেম্বর আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা বিপুল উৎসাহ নিয়ে অংশগ্রহণ করে।অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা দুটি দলীয় নাচ ও দলীয় গান পরিবেশন করে।

জনসংখ্যা বোঝা নয়, উন্নয়নের অনুপ্রেরণা

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস প্রতিবছর আমাদের সামনে নতুন করে একটি মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে আসে- আমরা কী দেশের মানুষকে শুধুই সংখ্যার হিসেবে দেখি, নাকি প্রতিটি মানুষকে স্বতন্ত্র অধিকার, মর্যাদা ও সম্ভাবনার বাহক হিসেবে কল্পনা করি? ২০২৪ সালের প্রতিপাদ্য ছিল: "অন্তর্ভুক্তিমূলক উপাত্ত ব্যবহার করি, সাম্যের ভিত্তিতে সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়ি।" এটি নিছক একটি বার্তা নয়, এটি একধরনের আহ্বান, আমাদের উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি, নীতি ও কাঠামোকে আরও মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার জন্য।

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। তথ্যমতে, বর্তমানে জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটির কাছাকাছি। এই বিশাল জনসংখ্যাকে অনেক সময় চাপে রূপান্তরিত করে দেখা হয়। কর্ম-সংস্থানের অভাব, শিক্ষা-স্বাস্থ্যে সেবা ঘাটতি, পরিবেশগত সংকট ইত্যাদির প্রেক্ষিতে। অথচ, এই একই জনশক্তিকে দক্ষতা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মর্যাদার সঙ্গে উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তিতে পরিণত করা সম্ভব, যদি আমরা তাদের সম্পর্কে সঠিক, সময়োপযোগী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে পারি। আমরা জানি, তথ্য উন্নয়নের হাতিয়ার। কিন্তু তথ্য যদি হয় অসম্পূর্ণ, একমুখী বা সীমাবদ্ধ চ্যানেল থেকে সংগৃহীত হয়, তাহলে সেই তথ্যের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তও বিকৃত হতে বাধ্য। প্রান্তিক মানুষের কথা না শুনে, শুধুমাত্র শহরে বা সুবিধাভোগী শ্রেণির মতামত বা অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে পরিকল্পনা করলে তা কখনোই টেকসই বা ন্যায্য হতে পারে না।

যেমন; পাহাড়ি এলাকার কোন মাতৃভাষায় শিক্ষাদান উপযোগী তা জানার জন্য তথ্য না থাকলে সেই অঞ্চলের শিশুরা কখনোই সঠিক শিক্ষা পাবে না। কিংবা হিজড়া জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা চাহিদা যদি তথ্যেই না থাকে, তবে তাদের উপযোগী স্বাস্থ্যনীতি কখনোই তৈরি হবে না। আরো একটি বিষয় উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমরা সাধারণত কোন কর্মশালা বা তথ্য সংগ্রহের সভায়, যিনি ভাল উপস্থাপন করতে পারেন, ভাল বক্তা অথবা ভাল পদ-পদবিতে আছেন, সবচেয়ে বেশী শিক্ষিত কিংবা জ্ঞানী - তাদের কথাই সবার কথা বলে ধরে নিই। এটি বড়ধরণের ভুল। ভাল ও নিখুঁত পরিকল্পনা প্রণয়নে উপস্থিত সকলেরই মতামত সংগ্রহ করা উচিত।

বাংলাদেশে এখনও তথ্য ব্যবস্থাপনায় শহরকেন্দ্রিকতা, প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা, প্রশিক্ষণের অভাব এবং ক্ষেত্রভিত্তিক সমন্বয়ের ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে নারী, কিশোরী, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী, ভূমিহীন, নদীভাঙা পরিবার, জলবায়ু উদ্বাস্তু, এইসব গোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর উপাত্তেপ্রায় অনুপস্থিত। এটি শুধু প্রযুক্তির সমস্যা নয়, এটি একটি সামাজিক ও নৈতিক চ্যালেঞ্জ। কার কণ্ঠ শুনছি, আর কাকে উপেক্ষা করছি - এই প্রশ্নের উত্তরেই নির্ভর করছে আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের মানবিকতা ও বাস্তবতা। তবে আশার জায়গাও রয়েছে। আজকের দিনে ডিজিটাল প্রযুক্তি, মোবাইল অ্যাপস, ওপেন ডেটা প্ল্যাটফর্ম ও কমিউনিটি ম্যানেজড ইনফরমেশন সিস্টেম-এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের নতুন দরজা খুলেছে। কিন্তু প্রযুক্তি থাকলেই হবে না, প্রয়োজন সেই প্রযুক্তিকে মানুষকেন্দ্রিক ও নৈতিকভাবে ব্যবহার করা। জনগণের সম্মতি ছাড়া তথ্য সংগ্রহ নয়, তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা এবং স্থান ও সংস্কারভেদে তথ্য বিশ্লেষণ, এসব মানদন্ড মেনেই তৈরি হতে হবে একটি নতুন উন্নয়ন তথ্য কাঠামো।

> ১১ জুলাই পালিত হলো বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০২৪। এবারের প্রতিপাদ্য ছিল, "অন্তর্ভুক্তিমূলক উপাত্ত ব্যবহার করি, সাম্যের ভিত্তিতে সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়ি।" বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস তাই আমাদের আরেকবার মনে করিয়ে দেয়, উন্নয়ন মানে কেবল অবকাঠামো নয়, উন্নয়ন মানে মানুষ। প্রতিটি মানুষের ভেতরে লুকিয়ে আছে একেকটি গল্প, প্রতিভা ও প্রতীক্ষা। আমরা যদি উন্নয়নকে মানুষের জীবনের সঙ্গে সত্যিকারের সংযোগ ঘটাতে চাই, তবে প্রয়োজন এমন এক তথ্য ব্যবস্থা, যা কাউকে বাদ না দিয়ে সবার কথা বলবে, নম্রতা, সহনশীলতা ও ন্যায়ের কণ্ঠে।

এপ্রেক্ষাপটে মাঠপর্যায়ের কর্মীদের আরও প্রশিক্ষণ দেওয়া, স্থানীয় জনগণের সঙ্গে সংলাপভিত্তিক জরিপ চালানো এবং জাতীয় পরিকল্পনায় স্থানীয় অভিজ্ঞতা যুক্ত করা এখন সময়ের দাবি। উন্নয়ন সংস্থাগুলো, সরকার, সুশীল সমাজ, সবাইকে একত্রে কাজ করতে হবে যেন কোনও মানুষ বা গোষ্ঠী তথ্যের মানচিত্রে বাদ না পড়ে। কারণ তথ্য ছাড়া মানুষ অদৃশ্য, আর অদৃশ্য মানুষদের জন্য কোনো উন্নয়ন নীতি কার্যকর হতে পারে না। জনসংখ্যাকে তাই বোঝা না ভেবে একটি সম্ভাবনা হিসেবে দেখতে হবে। প্রতিটি মানুষের ভেতরে লুকিয়ে আছে একেকটি গল্প, প্রতিভা ও প্রতীক্ষা। আমরা যদি উন্নয়নকে মানুষের জীবনের সঙ্গে সত্যিকারের সংযোগ ঘটাতে চাই, তবে প্রয়োজন এমন এক তথ্যব্যবস্থা, যা কাউকে বাদ না দিয়ে সবার কথা বলে, নম্রতা, সহনশীলতা ও ন্যায়ের কণ্ঠে।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস তাই আমাদের আরেকবার মনে করিয়ে দেয়, উন্নয়ন মানে কেবল অবকাঠামো নয়, উন্নয়ন মানে মানুষ। এবং প্রতিটি মানুষকে জানতে, বুঝতে এবং মূল্যায়ন করতে হলে আমাদের তথ্য ব্যবস্থাকেও হতে হবে মানবিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও নৈতিক।

তারুণ্যই শক্তি: পরিবেশ, শান্তি ও টেকসই ভবিষ্যতের জন্য যুবদের ভূমিকা

বিশ্ব আজ এক অনন্য জনমিতিক (demography) পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যেখানে তরুণরাই হয়ে উঠেছে জনসংখ্যার প্রধান চালিকাশক্তি। দুনিয়ার ইতিহাসে কিছু সময় আসে, যখন একটি নির্দিষ্ট প্রজন্ম হয়ে ওঠে ভবিষ্যতের দিশারী। আজকের সময়টি এমনই এক সন্ধিক্ষণ, যেখানে তরুণ প্রজন্ম শুধু সংখ্যায় নয়, বরং চিন্তায়, চেতনায় এবং উদ্ভাবনে বিশ্বকে নতুনভাবে গড়ে তোলার কেন্দ্রে অবস্থান করছে। আধুনিক বিশ্বের অর্ধেকের বেশি মানুষ এখন ত্রিশ বছরের নিচে। ২০৩০ সালের মধ্যে এ হার আরও বাড়বে, যা বিশ্বজনসংখ্যার কাঠামোতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। এই তরুণ জনগোষ্ঠী এখন কেবল সংখ্যার নয়, বরং সম্ভাবনার প্রতীক। তাদের সৃনশীলতা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং পরিবর্তন আনয়নের মানসিকতাই আজকের ও আগামীর পৃথিবীর রূপ নির্ধারণ করছে।

২০২৪ সালের আন্তর্জাতিক যুব দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল, "ক্লিক থেকে অগ্রগতি: টেকসই উন্নয়নের জন্য যুবদের ডিজিটাল পথচলা"। এই প্রতিপাদ্য শুধু সময়োপযোগীই নয়, বরং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এক গভীর তাৎপর্য বহন করে। কারণ, বাংলাদেশে বর্তমানে তরুণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা পাঁচ কোটিরও বেশি, যা দেশের জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। এই বিশাল শক্তিকে সুসংগঠিত ও সচেতনভাবে কাজে লাগাতে পারলে জাতির উন্নয়ন কেবল গতিশীলই হবে না, বরং তা হবে টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক। তবে আশাব্যঞ্জক এই চিত্রের পেছনে রয়েছে কিছু তীব্র চ্যালেঞ্জ। তরুণদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আজও শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত। আরেকদিকে, প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিস্তার যেমন একটি উন্মুক্ত সম্ভাবনার জানালা খুলে দিয়েছে, তেমনি ডিজিটাল বিভাজন, সাইবার অপরাধ, গোপনীয়তা লঙ্ঘন এবং তথ্যের অপব্যবহারের মতো সমস্যাও বাড়িয়ে তুলেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে সাইবার ক্রাইমের বড় অংশ তরুণদের মাধ্যমেই সংঘটিত হচ্ছে, যার ফলে নারী, শিশু ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহার, ডিজিটাল সহিংসতা ও অনলাইনে ঘৃণার ভাষা আমাদের তরুণ সমাজকে যেমন বিভ্রান্ত করছে, তেমনি সমাজে অস্থিরতা ছড়াচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপটে জরুরি হয়ে উঠেছে, ডিজিটাল সাক্ষরতা, অনলাইন নিরাপত্তা এবং সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সুদক্ষ প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ, সচেতনতা এবং সময়োপযোগী আইন ও তার কার্যকর প্রয়োগ। একইসাথে, শিক্ষার সঙ্গে ডিজিটাল দক্ষতার সেতুবন্ধ তৈরি, তরুণদের আন্তর্জাতিক মানের প্রযুক্তি জ্ঞান অর্জনের সুযোগ এবং তা জনহিতকর কাজে ব্যবহারের দিকনির্দেশনা দেওয়াও অত্যন্ত প্রয়োজন। তরুণদের ক্ষমতায়নের আরেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও সবুজ ভবিষ্যৎ গঠনে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। বাংলাদেশের তরুণদের জীবনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সরাসরি পড়ছে। উপকূলীয় ও দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলের অনেক তরুণ ইতোমধ্যেই জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছেন। এতে শুধু তাদের জীবিকাই নয়, মানসিক স্বাস্থ্য ও সামাজিক বন্ধনও ভেঙে পড়ছে। এই প্রেক্ষাপটে তরুণদের জন্য গ্রীন স্কিলস, পরিবেশবান্ধব কর্মসংস্থান এবং নবায়নযোগ্য শক্তিনির্ভর উদ্যোক্তা উন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।

শান্তি ও সহনশীলতা প্রতিষ্ঠায়ও তরুণদের অংশগ্রহণ বাড়ানো সময়ের দাবি। তরুণরাই হতে পারে সহিংসতা, অসহিষ্ণুতা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী কণ্ঠস্বর। উন্নয়ন সেক্টরে তাদের জন্য এম যুগোপযোগী কর্মসূচী তৈরী প্রয়োজন যে সকল কর্মসূচি তরুণদের মধ্যে সংলাপ, বোঝাপড়া ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চর্চা গড়ে তুলে। এসব কর্মসূচি কেবল একটি ব্যক্তির নয়, বরং একটি সমগ্র সমাজের চেতনাকে পাল্টে দেওয়ার সক্ষমতা রাখে। এইসব প্রেক্ষাপটে আমরা যদি সত্যিকারের একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং টেকসই ভবিষ্যৎ গড়তে চাই, তবে তরুণদের ডিজিটাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে আরও গতিশীল করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে প্রযুক্তি ও জলবায়ু শিক্ষার সঠিক সমন্বয়, অঞ্চলভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে তরুণদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ, এবং পরিবেশ ও শান্তি-ভিত্তিক একটি "যুব জলবায়ু ও শান্তি ফান্ড" গঠনের বিষয়টিও অগ্রাধিকার পেতে হবে।

তারুণ্য মানেই সম্ভাবনা। কিন্তু এই সম্ভাবনাকে শক্তিতে রূপান্তর করতে হলে প্রয়োজন যথাযথ দিকনির্দেশনা, সহায়ক পরিবেশ এবং বাস্তবমুখী পরিকল্পনা। প্রযুক্তি, শান্তি এবং পরিবেশ, এই তিন ক্ষেত্রকে ঘিরে তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন ঘটাতে পারলেই আমরা গড়তে পারব একটি সহনশীল, উদ্ভাবনী ও টেকসই বাংলাদেশ। তাই ক্লিক নয়, এখন সময় অগ্রগতির, এমন একটি ভবিষ্যতের - যেখানে তারুণ্যই হবে উন্নয়নের চালিকাশক্তি।

"
তরুণদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আজও শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত। আরেকদিকে, প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিস্তার যেমন একটি উন্মুক্ত সম্ভাবনার জানালা খুলে দিয়েছে, তেমনি ডিজিটাল বিভাজন, সাইবার অপরাধ, গোপনীয়তা লঙ্ঘন এবং তথ্যের অপব্যবহারের মতো সমস্যাও বাড়িয়ে তুলেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে সাইবার ক্রাইমের বড় অংশ তরুণদের মাধ্যমেই সংঘটিত হচ্ছে, যার ফলে নারী, শিশু ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহার, ডিজিটাল সহিংসতা ও অনলাইনে ঘৃণার ভাষা আমাদের তরুণ সমাজকে যেমন বিভ্রান্ত করছে, তেমনি সমাজে অস্থিরতা ছড়াচ্ছে।
এই প্রেক্ষাপটে জরুরি হয়ে উঠেছে, ডিজিটাল সাক্ষরতা, অনলাইন নিরাপত্তা এবং সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সুদক্ষ প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ, সচেতনতা এবং সময়োপযোগী আইন ও তার কার্যকর প্রয়োগ। একইসাথে, শিক্ষার সঙ্গে ডিজিটাল দক্ষতার সেতুবন্ধ তৈরি, তরুণদের আন্তর্জাতিক মানের প্রযুক্তি জ্ঞান অর্জনের সুযোগ এবং তা জনহিতকর কাজে ব্যবহারের দিকনির্দেশনা দেওয়াও অত্যন্ত প্রয়োজন।

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২৪ উদযাপনে বর্ণাঢ্য কর্মসূচির উদ্বোধন

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২৪ উদযাপনের অংশ হিসেবে ২৯ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন ও চট্টগ্রামে কর্মরত বিভিন্ন এনজিও-সমুহের সহযোগিতায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি-চট্টগ্রামের উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। এ আয়োজনে শিশুর হাসি, স্বপ্ন এবং সৃজনশীলতা যেন এক অনন্য মানবিক বার্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। জেলা শিশু একাডেমি মিলনায়তনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ছিল শিশুদের জন্য চিত্রাঙ্কন ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, যাতে অংশগ্রহণ করে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের একদল প্রতিভাবান শিক্ষার্থী। তাদের কণ্ঠে, কল্পনায়, আর রঙের তুলিতে ফুটে ওঠে এক বৈষম্যহীন, নিরাপদ এবং শিশুবান্ধব আগামীর বাংলাদেশ।

> **"শিশুদের উপযোগি একটি নিরাপদ দেশ গড়তে হলে আমাদের এখনই সচেতন হতে হবে। শিশুদের সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করতে পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সমাজ এবং রাষ্ট্র - সবাইকে সমানভাবে দায়িত্ব নিতে হবে। জনাব জাফরী বলেন, আজকের শিশুদের অধিকার রক্ষায় যদি আমরা একসাথে এগিয়ে আসি, তাহলে আগামীকাল এক নতুন, মানবিক, মর্যাদাসম্পন্ন বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।"**

উদ্বোধনী আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মো: মোছলেহ উদ্দিন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মোঃ কামরুজ্জামান, যিনি তার বক্তব্যে শিশুদের সুরক্ষা ও অধিকার রক্ষায় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বিত ভূমিকাকে সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আতিয়া চৌধুরী এবং ঘাসফুলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী। জনাব জাফরী তাঁর বক্তব্যে বলেন, "শিশুদের উপযোগি একটি নিরাপদ দেশ গড়তে হলে আমাদের এখনই সচেতন হতে হবে। শিশুদের সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করতে পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সমাজ এবং রাষ্ট্র - সবাইকে সমানভাবে দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি আরো বলেন, আজকের শিশুদের অধিকার রক্ষায় যদি আমরা একসাথে এগিয়ে আসি, তাহলে আগামীকাল এক নতুন, মানবিক, মর্যাদাসম্পন্ন বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।" জনাব জাফরী এমন মননশীল ও আনন্দময় আয়োজনের জন্য আয়োজক সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং ঘাসফুলের পক্ষ থেকে শিশু অধিকার রক্ষায় নিরবচ্ছিন্ন অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ যেন গোটা আয়োজনকে করে তোলে আরও প্রাণবন্ত প্রাণচঞ্চল এবং তাৎপর্যপূর্ণ। শিশুদের কণ্ঠে গাওয়া গান, আবৃত্তি ও নৃত্যের প্রতিটি ধাপে উঠে আসে তাদের অনুভব, সাহস এবং সম্ভাবনার আলোকরেখা। শিশুদের স্বপ্নই একদিন নির্মাণ করবে আগামীর বাংলাদেশ, যেখানে থাকবে না কোনো ভয়, বৈষম্য বা বঞ্চনা। সরকারি কর্মকর্তা, বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি, শিক্ষক, অভিভাবক এবং শিশুরা একত্রিত হয়ে অনুষ্ঠানে গড়ে তোলে এক আন্তরিক ও মানবিক পরিবেশ। আলোচনায় উঠে আসে শিশুদের প্রতি সহমর্মিতা, তাদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের গুরুত্ব।

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের প্রতিযোগী শিক্ষার্থী

পঞ্চমশ্রেণির পাঠ উন্নয়ন ওরিয়েন্টেশন ও ভাষা দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও ব্র্যাক এর সহযোগিতায় ঘাসফুল আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের অধীনে সংস্থার ঢাকা অফিসে শিক্ষকদের এক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েন্টেশনে আউট অব স্কুলচিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের ৫ম শ্রেণীর সংক্ষিপ্ত মডিউল পাঠ্যসূচি প্রনয়ন করা হয় - যা শিক্ষকদের জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪ ইং এর লর্ণিংলস রিকাভারি ও বাস্তবায়নে সহায়ক হিসেবে কাজ করে। ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে ব্র্যাকের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যাটেরিয়ালস ও কোয়ালিটি টেকনিক্যাল ব্যবস্থাপক নীলা আফরোজ, উপজেলা ম্যানেজার মোশাররাফ হোসাইন ও প্রেগ্রাম সুারভাইজার এবং শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

সিএমসি মিটিং

ব্র্যাক এর সহযোগিতায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের আওতায় গত তিনমাসে ২০টি শিখন কেন্দ্রে একটি করে সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সি.এম.সি) বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, প্রেগ্রাম সুপারভাইজার, অভিভাবক, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধির সমম্বয়ে মোট ১১জন নিয়ে কমিটিগুলো গঠিত হয়। শিখন কেন্দ্রগুলোতে একাডেমিক ও প্রশাসনিক কর্মকান্ড কীভাবে যত্নের সাথে সম্পন্ন করা যায় তা নিশ্চিতকররণের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক, মানবিক ও সামাজিক বিকাশের প্রতি আরো যত্নশীল হতেই সি.এম.সি. মিটিং-গুলো উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখছে।

শিক্ষকদের রিফ্রেশার্স ট্রেনিং অনুষ্ঠিত

শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনায় শিক্ষকদের নিয়মিত রিফ্রেশার্স ট্রেনিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণে শিক্ষকদের শিক্ষাদান পদ্ধতির মানোন্নয়ন, শিক্ষাদানের নতুন কৌশল, শিক্ষার্থীদের মানসিক দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সকল মানবিক গুণাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। গত তিনমাসে ২০টি শিখন কেন্দ্রের শিক্ষকদের নিয়ে সংস্থার ঢাকা অফিসে তিনটি রিফ্রেশার্স ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়। ট্রেনিংগুলো পরিচালনা করেন প্রোগ্রাম সুপারভাইজার ছালেহা বেগম, আফসানা আকতার ও ব্র্যাকের ইউপিএম মো. মোশারফ হোসেন।

সাক্ষরতা দিবস ২০২৪ পালন

আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রামের আওতায় ঘাসফুলের ২০টি শিখন কেন্দ্রে ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস পালিত হয়। শিক্ষার্থীদের নিয়ে দিনটিতে ছবি আঁকা, স্বাক্ষর শিখানো, স্বাক্ষরতার গল্প বলা ও আলোচনা করা হয়। শিক্ষার্থীদের মাঝে দিবসটির ভূমিকা ও গুরুত্ব বোঝাতে ঘাসফুল এ ধরণের আয়োজন করে থাকে।

অভিভাবক সভা

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও ব্র্যাক এর সহযোগিতায় ঘাসফুল ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করছে। ঘাসফুলের ২০টি শিখন কেন্দ্রে গত ৮ - ১২ জুলাই অনুষ্ঠিত হলো অভিভাবক সভা। অভিভাবকেরা ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, ঘাসফুল ছিল বলেই আমাদের সন্তানেরা বিনে পয়সায় পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছে। আমাদের সন্তানদের সঠিক পথ দেখানোর জন্য আমরা ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞ।

শিক্ষার্থীদের মাঝে "রিডিং চ্যাম্পিয়নস কুইজ" প্রতিযোগিতাঃ ৫০টি স্কুল থেকে বাছাই ৫০০ চ্যাম্পিয়ন

কুইজের গল্পগুলো নেয়া হয়েছিল "লেট'স রিড" অ্যাপ থেকে। এ ধরণের অ্যাপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এখন বিনামূল্যে হাজার হাজার দেশি-বিদেশি বই পড়ার সুযোগ পাচ্ছে।

জ্ঞানচর্চা ও বইপড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে দা এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহায়তায়, ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়িত "রিডিং চ্যাম্পিয়নস অ্যালায়েন্স" প্রকল্পের আওতায় ঢাকার শ্যামলী ও শনির আখড়া এলাকায় আয়োজিত হয়েছে "রিডিং চ্যাম্পিয়নস কুইজ" প্রতিযোগিতা।

সেপ্টেম্বর'-মাসজুড়ে আয়োজিত এই ব্যতিক্রমধর্মী কার্যক্রমে অংশ নেয় মোট ৫০টি স্কুলের শিক্ষার্থী। কুইজ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্বাচিত হয় ৫০০ জন "রিডিং চ্যাম্পিয়ন"। কুইজের গল্পগুলো নেয়া হয়েছিল "লেট'স রিড" অ্যাপ থেকে। এধরণের অ্যাপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এখন বিনামূল্যে হাজার হাজার দেশি-বিদেশি বই পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। অ্যাপটি পরিচিত ও জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্পের ছয়জন নিবেদিত স্বেচ্ছাসেবক নিয়মিত স্কুলগুলোতে যান এবং শিক্ষক-অভিভাবকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন।

কুইজ শেষে প্রতিটি স্কুলে শিক্ষার্থীদের মাঝে আয়োজন করা হয় উপহার প্রদান অনুষ্ঠান। এসব অনুষ্টানে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল, শিক্ষক, অভিভাবক, ঘাসফুলের স্বেচ্ছাসেবক এবং শিক্ষার্থীরা। অনুষ্ঠানে অভিভাবকদের সাথে বইপড়ার গুরুত্ব নিয়ে সংলাপ অনুষ্ঠিত হয় এবং শিক্ষার্থীদের সাথে "রিডিং আউট লাউড" পদ্ধতিতে বই পাঠের মাধ্যমে "লেট'স রিড" অ্যাপের ব্যবহারিক দিক তুলে ধরা হয়। মাসব্যাপী এই কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা গেছে ব্যাপক উৎসাহ, আগ্রহ এবং অংশগ্রহণে প্রাণচাঞ্চল্য। কুইজের মাধ্যমে বইপড়ার প্রতি তাদের আগ্রহ যেমন বেড়েছে, তেমনি "রিডিং চ্যাম্পিয়ন" হয়ে উঠার স্বপ্নেও তারা অনুপ্রাণিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, "রিডিং চ্যাম্পিয়নস অ্যালায়েন্স" প্রকল্পটি শিশুদের মাঝে পড়ার অভ্যাস তৈরি, ডিজিটাল বইয়ের সঙ্গে পরিচিতি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্দীপনা তৈরি করার একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস, যার ফল ইতিমধ্যেই ভেসে উঠছে শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল চোখে।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে ঘাসফুল

> গত তিন মাসে চট্টগ্রাম, ফেনী ও কুমিল্লা জেলার ছয়টি উপজেলায় অনুষ্ঠিত আটটি স্যাটেলাইট ক্লিনিকে মোট ৫১৮ জন বিভিন্ন বয়সের রোগী বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও প্রয়োজনীয় ঔষধ গ্রহণ করেন।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের মাঝে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেছে ঘাসফুল স্বাস্থ্য বিভাগ। এলক্ষ্যে গত ১৮ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার মেখল ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে, ২৩ সেপ্টেম্বর ফেনী সদর, ২৪ সেপ্টেম্বর মিরসরাই সদর, ২৫ সেপ্টেম্বর ফেনীর ছাগলনাইয়া এবং কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম ও পদুয়ার বাজার এলাকায়, ২৮ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের বারইয়ারহাট এলাকায় স্পেশাল স্যাটেলাইট ক্লিনিক-এর আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় আয়োজিত এ সকল স্যাটেলাইট ক্লিনিকে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের মাঝে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় ঔষধও প্রদান করা হয়। হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নে ১নং ওয়ার্ডস্থ জাফরাবাদ বহুমুখি উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত স্যাটেলাইট ক্লিনিকে ১২৬জন, গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে ২নং ওয়ার্ডের ছাদেকনগর নমঃশূদ্র বাড়িতে অনুষ্ঠিত স্যাটেলাইট ক্লিনিকে ৬৭জন, মিরসরাই-এর বরতাকিয়া এলাকায় অনুষ্ঠিত স্যাটেলাইট ক্লিনিকে ৪৯ জন, বারইয়ারহাট উত্তর সোনা পাহাড়, জোরারগঞ্জ এলাকায় অনুষ্ঠিত স্যাটেলাইট ক্লিনিকে ৫১ জন, ফেনী মহিপাল চৌধুরীপাড়া এলাকায় আঞ্চলিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত স্যাটেলাইট ক্লিনিকে ৭০ জন, ছাগলনাইয়া সদর ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত স্যাটেলাইট ক্লিনিকে ৪৭ জন, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার মিয়াবাজার এলাকায় অনুষ্ঠিত স্যাটেলাইট ক্লিনিকে ৭০ জন, কুমিল্লার পদুয়ার বাজার এলাকায় অনুষ্ঠিত স্যাটেলাইট ক্লিনিকে ৩৮ জন বিভিন্ন বয়সের রোগী চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করে।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ গবাদিপশুদের জন্য ঘাসফুলের চিকিৎসা ক্যাম্প

> উল্লেখ্য পিকেএসএফ-এর সহায়তায় ঘাসফুল চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও ফেনী জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ বিভিন্ন এলাকায় পর্যায়ক্রমে গবাদিপশুদের জন্য চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন করছে। এ পর্যন্ত ঘাসফুল ২৪টি গবাদিপশু ক্যাম্পের মাধ্যমে ১৪০২ পশুকে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়।

বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পশুগুলোর সঠিক চিকিৎসা ও পরিচর্যা নিশ্চিত করতে পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় ঘাসফুল-এর উদ্যোগে ২২ সেপ্টেম্বর কুমিল্লার মোস্তফাপুর ও শ্রী বল্লভপুর এলাকায়, ২৪ সেপ্টেম্বর ফেনীর সোনাগাজী'র রঘুনাথপুর,২৫ সেপ্টেম্বর ফেনীর মহিপাল এলাকায় গবাদিপশুদের জন্য চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত ক্যাম্পে স্থানীয় উপ-সহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা: মো: তোফায়েল হোসেন মাসুদ ২০ টি অসুস্থ গরু ও ৩টি ছাগল এবং ফেনীর সোনাগাজীতে অনুষ্ঠিত ক্যাম্পে বিশিষ্ট পশু চিকিৎসক; মেডিসিন ও সার্জারী বিশেষজ্ঞ ডা: মো: আবু বকর (আহাদ) ১২টি অসুস্থ গরুকে ও ফেনীর মহিপালে অনুষ্ঠিত ক্যাম্পে ২৪টি অসুস্থ গরুকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন। উল্লেখ্য পিকেএসএফ-এর সহায়তায় ঘাসফুল চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও ফেনী জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ বিভিন্ন এলাকায় পর্যায়ক্রমে গবাদিপশুদের জন্য চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন করছে। এ পর্যন্ত ঘাসফুল ২৪টি গবাদিপশু ক্যাম্পের মাধ্যমে ১৪০২ পশুকে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়।

স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় দুর্গতদের পাশে ঘাসফুল ইমারজেন্সি রেসকিউ টিম

গত ২১ আগস্টের টানা বর্ষণ এবং ভারতের ত্রিপুরা থেকে নেমে আসা ঢলে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে নেমে আসে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যা। এই প্রলয়ংকরী দুর্যোগে ফেনী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চাঁদপুর ও চট্টগ্রাম জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা পানিতে ডুবে যায়। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সূত্রমতে, এ অঞ্চলের প্রায় ৫৬ লাখ মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ বন্যা সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম ভয়ানক মানবিক বিপর্যয়।

দুর্যোগকালীন ২১ আগস্ট থেকেই সাহসিকতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে ঘাসফুল ইমারজেন্সি রেসকিউ টিম নেমে পড়ে দুর্গতদের পাশে। চট্টগ্রাম, ফেনী ও কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন এলাকায় সক্রিয়ভাবে উদ্ধার, ত্রাণ, চিকিৎসা ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রম চালায় ঘাসফুলের স্বেচ্ছাসেবকরা। বন্যার শুরু থেকেই এ টিম বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ ও প্লাবিত এলাকায় গিয়ে পানিবন্দী মানুষদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়, পৌঁছে দেয় শুকনো খাবার, বিশুদ্ধ পানি ও প্রয়োজনীয় ওষুধ।

প্রথম পর্যায়ের জরুরী উদ্ধার ত্রাণ কার্যক্রম শেষ করে দ্বিতীয় পর্যায়ে ২৮ আগস্ট থেকে ঘাসফুলের সাতটি রেসকিউ ও রিলিফ টিম মাঠপর্যায়ে কাজ শুরু করে ফেনীর ছাগলনাইয়া উপজেলার লেমুয়া বাজার, ফেনী সদর, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম, মিয়াবাজার, সদর এলাকা, চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার মেখল, গুমানমর্দ্দন, মদুনাঘাট, নজুমিয়াহাট, ফরহাদাবাদ, ছিপাতলী, নাঙ্গলমোড়া এবং মিরসরাইয়ের বড়তাকিয়া ও বারইয়ারহাট এলাকায়। এসব এলাকায় দ্রুত ও সংগঠিতভাবে ত্রাণ পৌঁছানো, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, পুনর্বাসনের প্রাথমিক চাহিদা নিরূপণ ও মানুষকে মানসিক সাহস জোগাতে নিরলস পরিশ্রম করেন স্বেচ্ছাসেবকরা। ঘাসফুলের কর্মীরা শুধু ত্রাণ দিয়েই থেমে থাকেননি। তাঁরা প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা শুনেছেন, কীভাবে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন, ভবিষ্যতে কী প্রয়োজন হতে পারে. এসব তথ্য সংগ্রহ করে পুর্নবাসন পরিকল্পনার ভিত্তি তৈরিতে সহায়তা করেন।

ঘাসফুলের তথ্যমতে, আগস্টের এই ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে এখন পর্যন্ত প্রায় ১,৫০০ পরিবারের মাঝে জরুরি ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে এবং এই কার্যক্রম এখনো চলমান রয়েছে। শুকনো খাবার, বিশুদ্ধ পানির বোতল, মৌলিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ও শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীএবং পশুখাদ্য বিতরণ করা হয়। এছাড়াও বন্যার্তদের সহায়তায় ঘাসফুলে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একদিনের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ- ৪,১৭,৯৩৩/- এবং সংস্থার পক্ষ হতে ৮২,০৬৭/- সহ মোট ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ টাকা) প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে দান করা হয়। উল্লেখ্য ঘাসফুল ইমারজেন্সি রেসকিউ টিম পূর্বে ঘূর্ণিঝড় সিডর, আইলা ও বিভিন্ন পাহাড়ি ঢল পরিস্থিতিতে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছে। এবারের বন্যায়ও তাদের প্রস্তুতিমুলক ব্যবস্থা, দ্রততা, মানবিক সংবেদনশীলতা ও আন্তরিকতা জনসাধারণের প্রশংসা কুড়িয়েছে। এ দুর্যোগে ঘাসফুলের ভূমিকা একটি বার্তাই দেয়-মানবতার ডাকে যারা সাড়া দেয়, তারাই প্রকৃত নায়ক।

- ভারী বৃষ্টিতে উজানি ঢল নামার প্রথমদিন ২১ আগস্ট থেকেই সাহসিকতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে ঘাসফুল ইমারজেন্সি রেসকিউ টিম দুর্গতদের পাশে দাঁড়ায়।
- ঘাসফুল চট্টগ্রাম, ফেনী ও কুমিল্লা জেলার দুর্গত এলাকায় প্রায় ১৪টি পয়েন্টে জরুরী উদ্ধার, ত্রাণ, চিকিৎসা ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করে।
- ঝুঁকিপূর্ণ ও প্লাবিত এলাকায় গিয়ে পানিবন্দী মানুষদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয় এবং শুকনো খাবার, বিশুদ্ধ পানি ও ওষুধ পৌঁছে দেয়।
- ২৮ আগস্ট থেকে ঘাসফুলের সাতটি রেসকিউ ও রিলিফ টিম দ্বিতীয় পর্যায়ে মাঠপর্যায়ে কাজ শুরু করে।
- এলাকাগুলোর মধ্যে ছিলো; ফেনীঃ ছাগলনাইয়া। লেমুয়া বাজার ফেনী সদর। কুমিল্লাঃ চৌদ্দগ্রাম, মিয়াবাজার, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ এলাকা। চট্টগ্রামঃ হাটহাজারী (মেখল, গুমানমর্দ্দন, মদুনাঘাট, নজুমিয়াহাট, ফরহাদাবাদ, ছিপাতলী, নাঙ্গলমোড়া। মিরসরাইঃ সদর, বড়তাকিয়া, জোরারগঞ্জ, বারইয়ারহাট।
- ত্রাণ বিতরণ, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও পুনর্বাসনের প্রাথমিক চাহিদা নিরূপণে নিরলস কাজ করে স্বেচ্ছাসেবকরা।
- দুর্গত মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা শুনে ভবিষ্যতের পুনর্বাসন পরিকল্পনার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
- ঘাসফুলের কর্মীরা শুধু ত্রাণ নয়, মানবিক সহানুভূতির হাতও বাড়িয়ে দেন দুর্গত মানুষের পাশে।

চলতি বছরে ঘাসফুলের আঠার হাজার গাছের চারা বিতরণ ও বৃক্ষরোপণ

পরিবেশ রক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় ঘাসফুল সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি চলতি বছরেও প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করে। চলতি বছর ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে Bonayan ১৯৮০-এর সহায়তায় দুই ধাপে ঘাসফুল মোট ১৮ হাজার গাছের চারা বিতরণ ও বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম সম্পন্ন করে - চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলা, পৌরসভা ও মহানগর এলাকায়।

প্রথম ধাপে, ২ ও ৩ জুলাই চট্টগ্রাম মহানগরী, আনোয়ারা, পটিয়া, হাটহাজারী ও মিরসরাই উপজেলার ৪০টি শিক্ষা, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে মোট ৮ হাজার ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে, ২৯ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চারদিনে পটিয়া ও আনোয়ারা উপজেলার ১৪টি স্কুল, কলেজ, মাদ্রসা, মন্দির ও সামাজিক ক্লাবে আরও ১০ হাজার চারা বিতরণ করার পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রতিটি স্থানে ঘাসফুলের প্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবক, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি ও সাধারণ জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে চারা বিতরণ ও রোপণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ নিজ হাতে চারা গ্রহণ করেন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আঙিনা, রাস্তার ধারে ও আনোয়ররায় সাগরপাড়ের বেড়িবাঁধে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে সরাসরি অংশ নেন। এতে স্থানীয় শিক্ষার্থী ও জনগণের মধ্যে পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নিজের এলাকায় বৃক্ষরোপণে অংশ নেওয়ার আগ্রহও বাড়ে।

> *উল্লেখ্য, ঘাসফুল ১৯৯৭ সাল থেকে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এই দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগের মাধ্যমে স্থানীয় জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, পরিবেশ রক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। সময়োপযোগী ও সুপরিকল্পিত এ কর্মসূচি এখন ঘাসফুলের কর্ম-এলাকায় পরিবেশ-সচেতনতা আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে।*

লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগং পারিজাত এলিট ও লিও ক্লাব আব চিটাগং পারিজাত এলিট-এর সাথে যৌথ উদ্যোগে

ঘাসফুলের গাছের চারা বিতরণ ও বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম

লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগং পারিজাত এলিট ও লিও ক্লাব আব চিটাগং পারিজাত এলিট-এর সাথে যৌথ উদ্যোগে ঘাসফুল-Bonayan ১৯৮০-এর সহায়তায় ০৮ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও মিরসরাই উপজেলায় মোট ২৭টি সামাজিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঁচ হাজার সাতশ টি (৫৭০০) ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ করে। এ সময় লায়ন্স, লিও ও ঘাসফুল প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন স্থানে গাছের চারা লাগিয়ে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগাং পারিজাত এলিট এর ট্রেজারার লায়ন সিজারুল ইসলাম, লিও ক্লাব অব চিটাগাং পারিজাত এলিট এর প্রেসিডেন্ট লিও ইফতিয়াজ উদ্দীন ইফতি, ট্রেজারার লিও দেলোয়ার হোসেন সিয়াম, সদস্য লিও সাজিদ ইমতিয়াজ। ঘাসফুল কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন সহকারি পরিচালক শামসুল হক, প্রোগ্রাম সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ, মোহাম্মদ রিদোয়ান, কর্মকর্তা মো: আবদুর রহমান, এসএস রাজীব দে প্রমুখ।

নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার এক নিভৃত গ্রাম উত্তরবাড়িতে গড়ে উঠেছে একটি ব্যতিক্রমী স্বপ্নের আশ্রয়স্থল; ঘাসফুল ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টার। প্রচলিত এতিমখানার সীমানা পেরিয়ে এই কেন্দ্র দেশের প্রথম এক অভিনব মডেলের বাস্তব রূপ, যেখানে অনাথ শিশুরা বড় হচ্ছে পরিবারের স্নেহ ও ভালোবাসার পরিমন্ডলে। গতবছর ২০২৪ সালের ১২ মার্চ শুরু হওয়া এই অনন্য কার্যক্রমটির মূল দর্শনই হলো, একটি শিশুর জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন একটি পরিবার, ভালোবাসা ও নিরাপত্তা। এখানে শিশুরা কোনো প্রতিষ্ঠানে আবদ্ধ নয়, বরং আগ্রহী পালক পিতা-মাতার ঘরে পাচ্ছে মায়ের মমতা, বাবার স্নেহ, ভাই-বোনের সহচরতা। প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে ৪ জন ছেলে ও ৬ জন মেয়ে-সহ মোট ১০ জন এতিম শিশু স্থান পেয়েছে - ১০টি পালক পরিবারে। প্রতিটি পরিবারকে ঘাসফুল কর্তৃক নিয়মিতভাবে আর্থিক সহায়তা

পরিবারহীন বলে কোনো শিশু যেন ভালোবাসাহীন না হয়

ঘাসফুল ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টার পরিদর্শনে ঘাসফুল-এর সিইও এ.আর. জাফরী

দেওয়া হয়, যেন শিশুর খাদ্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মৌলিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করা যায়। শুধু অর্থ নয়, এই কেন্দ্রটির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে একটি পাঠ সহায়তা কেন্দ্র, যেখানে শিশুরা স্কুলের পাঠ তৈরীর পাশাপাশি পায় বাড়তি শিক্ষা সহায়তা, খেলাধুলা, শরীরচর্চা ও সৃজনশীল কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ। এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করছেন বিশিষ্ট উন্নয়নকর্মী ও সমাজসেবী প্রবাসি নেজবাথ মাসউদ, যাঁর পরামর্শ ও অনুপ্রেরণায় এই স্বপ্নটি বাস্তব রূপ পায়। তার অভিমত অনুযায়ী, "প্রতিটি শিশুর বেড়ে ওঠা উচিত একটি পরিবারে, যেখানে তারা অনুভব করতে পারে আমিও কারো সন্তান।"

সম্প্রতি ০৯ সেপ্টেম্বর ফস্টার কেয়ার সেন্টার পরিদর্শনে আসেন ঘাসফুল-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী। সেদিনের বিকেলটা ছিল শুধু একটি পরিদর্শন নয়, ছিল এক আবেগঘন মিলনমেলা। শিশুরা তাকে ঘিরে ধরে গল্পে-আড্ডায় মেতে ওঠে। কারো চোখে ছিল উৎসুক প্রশ্ন, কারো মুখে ছিল ভালোবাসার গল্প। শিশুরা যখন তার হাতে হাত রাখে, তখন সে মুহূর্তে ভেঙে যায় সব আনুষ্ঠানিকতা, শুধু থেকে যায় মানবিক সংযোগ। তিনি বলেন, "এই শিশুদের হাসিমুখই আমাদের সেরা প্রাপ্তি। পরিবারহীন বলে কোনো শিশু যেন ভালোবাসাহীন না হয়, এই লক্ষ্যেই ঘাসফুলের এই প্রয়াস।" ঘাসফুল- এর লক্ষ্য এই মডেলকে দেশব্যাপী বিস্তৃত করা, যাতে বাংলাদেশের প্রতিটি অনাথ শিশু একটি নিরাপদ, স্নেহময়, মানবিক পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করা হচ্ছে ব্যক্তি দাতা ফোরাম গঠনের- যেখানে সমাজের সহৃদয়, সামর্থ্যবান মানুষদের যুক্ত করে দীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতা নিশ্চিত করা যায়। ঘাসফুল ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টার মডেলটি শুধু একটি সামাজিক

> *নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুরে অনাথ শিশুদের জন্য গড়ে উঠেছে দেশের প্রথম ব্যতিক্রমী মডেলের এক মহৎ উদ্যোগ: ঘাসফুল ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টার। এখানে অনাথ শিশুরা কোনো প্রতিষ্ঠানের চার দেয়ালে আবদ্ধ থাকে না; বরং সমাজের আগ্রহী ও দায়িত্বশীল পালক পিতা-মাতার স্নেহ-মমতায়, একটি নিরাপদ পারিবারিক পরিবেশে বড় হয়। ২০২৪ সালের ১২ মার্চ যাত্রা শুরু করা এই অনন্য উদ্যোগে প্রথম পর্যায়ে ১০ জন শিশু ১০টি পালক পরিবারের ছায়ায় বেড়ে উঠছে। ঘাসফুল তাদের নিরবিচ্ছিন্ন আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি পাঠ-সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষা, সৃজনশীলতা ও খেলাধুলার সুযোগ নিশ্চিত করছে।*
> *ঘাসফুল ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টার কেবল একটি সামাজিক প্রকল্প নয়, এটি এক নীরব বিপ্লব। এই মডেলকে ভবিষ্যতে দেশব্যাপী বিস্তারের পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে দেশের প্রতিটি অনাথ শিশু পরিবারভরা ভালোবাসা ও আধুনিক শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে জীবন-প্রতিযোগিতায় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে।*

প্রকল্প নয়, এটি একটি নীরব বিপ্লব। এ সেন্টারের মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে, সমাজের যেকোনো প্রান্তে থেকেও যদি কেউ হৃদয়ে জায়গা করে দিতে পারে, তবে ভালোবাসার ঘর গড়া অসম্ভব নয়। এই ঘরগুলোতে এখন শিশুরা শুধু বেঁচে থাকছে না, তারা বড় হয়ে উঠছে স্বপ্ন নিয়ে, সাহস নিয়ে, আর আত্মবিশ্বাস নিয়ে। আশা করা যায়, এই পৃথিবীটাও একদিন তাদের জন্য নিরাপদ ও সুন্দর হবে। পহেলা বৈশাখ, ঈদ-পার্বনে দেখা যায় ঘাসফুল ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টারের শিশুদের বাঁধভাঙ্গা আনন্দ। তারা সারাদিন নেচে গেয়ে কাটিয়ে দেয় পুরোদিন।নতুন পোষাক, খাবার-দাবার, মিষ্টান্ন ও খেলাধুলার, নাচ-গানের বিভিন্ন ইভেন্টে তারা মাতিয়ে তোলে পুরো এলাকা। তারা নিজেরা মার্কেটে গিয়ে মনের মতো শপিং করে, আনন্দ করে। সেন্টারটির স্নেহমাখা কৌশল ও নিয়ম, শিক্ষক ও তত্বাবধায়কদের অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও পরিচর্চায় অনাথ শিশুগুলো কোনভাবেই বুঝতে পারে না- তারা এতিম। আনন্দ উল্লাসের পাশাপাশি দক্ষ শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের তত্বাবধানে চলে তাদের পড়াশোনা ও অন্যান্য এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাকটিভিটি।

ঘাসফুল ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টার যেন ভালোবাসায় গড়া, মানবিকতায় রচিত এক নতুন ঘর।

নওগাঁর পত্নীতলায় মুরগির চিকেন কুপমডেল ও জৈবসার কার্যক্রম পরিদর্শনে ঘাসফুলের সিইও

নওগাঁর পত্নীতলা এলাকায় পিকেএসএফ-এর রুরাল মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি) এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন 'নিরাপদ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন' উপ-প্রকল্প উপকারভোগীদের নিরাপদ পোল্ট্রি (হাঁস ও মুরগী) পালন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী। গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে তিনি উপকারভোগী সদস্য মিসকাতুল জান্নাতের হাঁসের হ্যাচারী এবং অমল চন্দ্র প্রামানিকের দেশি মুরগির চিকেন কুপ মডেল এবং ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদন কার্যক্রম সরেজমিনে ঘুরে দেখেন এবং মাঠপর্যায়ে প্রকল্পের অগ্রগতি মূল্যায়ন করেন। একই সঙ্গে উপকার ভোগীদের চাহিদা, সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় করেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রুরাল ওয়াশ প্রকল্পের সংবাদ

ওয়াশ প্রকল্পের উদ্যোগে পটিয়া উপজেলায় UCC সভা অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলায় ২৪ সেপ্টেম্বর, পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় BD Rural WASH for HCD প্রকল্পের আওতায় UCC সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুল-এর সহকারী পরিচালক জনাব শামসুল হক এবং সঞ্চালনায় ছিলেন পিকেএসএফ-এর IVC পরামর্শক জনাব আবুল হোসেন ভূঁইয়া।

সভায় সকল সহযোগী সংস্থার সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকগণ উপস্থিত ছিলেন এবং সক্রিয়ভাবে আলোচনায় অংশ নেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে YPSA প্রথম, BEES দ্বিতীয় এবং CODEC তৃতীয় স্থান অর্জনের সম্মাননা গ্রহণ করেন।

পুকুর ও খালের প্রাথমিক নির্বাচন এবং প্রাক-পরিমাপ কার্যক্রম শুরু

জলসংকট ও খরার প্রভাব মোকাবিলায় পুকুর ও খালের জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ভূগর্ভস্থ অ্যাকুইফার পুনঃরিচার্জ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঘাসফুল ECCC-Drought প্রকল্পের উদ্যোগে শুরু হয়েছে প্রাথমিক নির্বাচন ও প্রাক-পরিমাপ কার্যক্রম। স্থানীয় জনগণ, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য এবং অন্যান্য অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো স্থানীয়ভাবে সেচ ও গার্হস্থ্য ব্যবহারের জন্য পানির সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা এবং দিনদিন হ্রাস পাওয়া ভূগর্ভস্থ পানির স্তর রক্ষা করা। যার মাধ্যমে খরার ক্ষতিকর প্রভাব কমানো সম্ভব হবে। প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন ইউনিয়নের পুকুর ও খালগুলো স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রতিনিধিদের মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়েছে। এ পর্যায়ে পাঁচটি পুকুর পুনঃখননের পরিকল্পনা রয়েছে, যেগুলোর মোট আয়তন প্রায় ৭৪০ ডেসিমেল বা ৩,২২,৩৪৪ বর্গমিটার। পুকুরগুলো পুনঃখনন সম্পন্ন হলে প্রায় ১২৮টি পরিবার সরাসরি উপকৃত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

একই সঙ্গে, একটি খালও পুনঃখননের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে, যার বর্তমান দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ কিলোমিটার। খালটি দীর্ঘদিন ধরে খননবিহীন অবস্থায় থাকায় এর পানি প্রবাহ ও জলধারণ ক্ষমতা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। খালটি পুনঃখননের মাধ্যমে কমপক্ষে ১০০ জন কৃষক সরাসরি উপকার পাবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

“এ পর্যায়ে পাঁচটি পুকুর পুনঃখননের পরিকল্পনা রয়েছে, যেগুলোর মোট আয়তন প্রায় ৭৪০ ডেসিমেল বা ৩,২২,৩৪৪ বর্গমিটার। পুকুরগুলো পুনঃখনন সম্পন্ন হলে প্রায় ১২৮টি পরিবার সরাসরি উপকৃত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

একই সঙ্গে, একটি খালও পুনঃখননের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে, যার বর্তমান দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ কিলোমিটার। খালটি দীর্ঘদিন ধরে খননবিহীন অবস্থায় থাকায় এর পানি প্রবাহ ও জলধারণ ক্ষমতা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। খালটি পুনঃখননের মাধ্যমে কমপক্ষে ১০০ জন কৃষক সরাসরি উপকার পাবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

এই প্রকল্পের আওতায় ভবিষ্যতে আরও পুকুর ও খাল নির্বাচন এবং পর্যায়ক্রমে খননের কাজ পরিচালিত হবে। একই সঙ্গে উপযুক্ত জায়গায় MAR (Recharge well) সিস্টেম স্থাপনের পরিকল্পনাও রয়েছে, যা ভূগর্ভস্থ পানির স্তর উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। স্থানীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণ, পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতেই ঘাসফুল এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সংশিষ্ট সকলের সহযোগিতায় এটি একটি দৃষ্টান্তমূলক জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম হিসেবে পরিণত হবে বলে আশা করা যায়।

খরার সহনশীল ফসল ও ফল চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ঘাসফুল ECCCP-Drought প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ-এর সহায়তায়, ২৫শে সেপ্টেম্বর CCAG ঋণগ্রহীতা সদস্যদের জন্য একটি খরার সহনশীল ফসল ও ফল চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণটিতে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূণ অভিযোজন কৌশল, দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক সহনশীলতা গড়ে তোলার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। মাননীয় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এবং একজন সহকারী কৃষি কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ সেশনটি পরিচালনা করেন। অংশগ্রহণকারীরা বরেন্দ্র অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে জানার ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। তারা কৃষি ও গৃহস্থালি কার্যক্রমে পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু আচরণগত পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে স্থানীয় জনগণের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেন। অংশগ্রহণকারীদের একজন বলেন, “প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা থাকলে, প্রত্যেকে জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন।”

ঋণ বিতরণের জন্য উপকারভোগী নির্বাচন

ECCCP-Drought প্রকল্পের লক্ষ্য যেহেতু খরার সহনশীল ফল ও ফসল চাষকে উৎসাহিত করা, তাই ৬০০ জন CCAG সদস্যদের মধ্য থেকে ১৫০ জন উপকারভোগীকে সেপ্টেম্বর ২০২৪ এর শেষ নাগাদ নির্বাচিত করা হয়েছে, যারা তাদের চাষাবাদের পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে আগ্রহী বলে চিহ্নিত হয়েছেন। এই উপকারভোগীদের "সুফলন/বুনিয়াদ" ধরণের ঋণ প্রদানের জন্য নির্বাচিত করে, তাদের তালিকা পিকেএসএফ-এ প্রেরণ করা হয়েছে। প্রেরিত তালিকার ভিত্তিতে, পিকেএসএফ কর্তৃক ঘাসফুলকে অনুমোদিত ৫০ লক্ষ টাকার ঋণ বিতরণের অর্থছাড় করা হয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস" বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

PKSF-এর আয়োজনে ঢাকায় অনুষ্ঠিত "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (PPR)" বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণে ঘাসফুল-এর ECCCP প্রকল্প টিম সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল অংশগ্রহণকারীদের পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (PPR) সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং বার্ষিক প্রকিউরমেন্ট পরিকল্পনা (APP), স্ট্যান্ডার্ড টেন্ডার ডকুমেন্ট (STD), এবং আমন্ত্রণপত্র (IFT) সহ বিভিন্ন টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুতের বিষয়ে ধারণা প্রদান করা, যা ECCCP-Drought প্রকল্পের আওতায় পণ্য ও সেবা ক্রয়ের সময় প্রকল্প টিম সদস্যদের প্রস্তুত করতে হবে। প্রশিক্ষণটি প্রকল্প কর্মীদের বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান বৃদ্ধি ও মূল্যবান দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে।

মাসিক প্রকল্প সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

ঘাসফুল মাইক্রোফাইন্যান্স শাখার টিম সদস্য ও ECCCP প্রকল্পের টিম সদস্যদের যৌথ সহযোগিতায় জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে একটি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে প্রকল্পের অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ঘাসফুল মাইক্রোফাইন্যান্স এবং ECCCP কার্যক্রমের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় এবং উপকারভোগীদের মধ্যে ঋণের সুষ্ঠু বিতরণ প্রক্রিয়া নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক (SDP) রাব্বানী বসুনিয়া।

প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত পুকুর, খাল ও MAR স্থান পরিদর্শনে পিকেএসএফ প্রতিনিধি

পিকেএসএফ-কর্মকর্তা মোঃ ইমরান হোসেন (অ্যাসিস্ট্যান্ট কো-অর্ডিনেটর) ঘাসফুল ইসিসিপি প্রকল্পের আওতাধীন নির্বাচিত এলাকা পরিদর্শন করেন। তারা প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত পুকুর ও খাল এবং সেই সাথে যেখানে MAR সিস্টেম স্থাপন করা হবে সেই এলাকাও দেখেন। পিকেএসএফ কর্মকর্তা সিসিএজি সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং ঘাসফুল টিমকে আর্থিক হিসাবরক্ষণ ও প্রকল্পের সামগ্রিক বাস্তবায়নের উন্নতির জন্য কিছু দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

সাফল্যের পথে সাহসী এক নারীর জীবন

জীবনের শুরুটা স্বপ্ন নিয়ে হলেও সবকিছু যে নিজের মতো চলে না, সেটা শাহানারা পারভিন ভালো করেই জানেন। নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার চাঁন্দাশ ইউনিয়নের ডিমজাওন গ্রামের এই নারী এখন একজন সফল খামারি। কিন্তু এই সাফল্যের পেছনে লুকিয়ে আছে দীর্ঘ এক সংগ্রামের গল্প।

২০০২ সালে স্নাতকে পড়াশোনা করাকালীন সময়েই পারিবারিক সিদ্ধান্তে তার বিয়ে হয়ে যায় মো. হাফিজুর রহমান নামে একজন অটোচালকের সঙ্গে। ছোটবেলা থেকেই নিজের পায়ে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখতেন শাহানারা। তাই বিয়ের পরই স্বামীর সহযোগিতায় পারিবারিকভাবে ছোট আকারে হাঁস-মুরগি পালনে মন দেন। এতে ঘরের পুষ্টি চাহিদা মিটে, আবার সামান্য আয়ও হতে থাকে।

স্বামীর অনুপ্রেরণায় পরবর্তীতে একটি ছোট শেড তৈরি করে শুরু করেন সোনালী মুরগির খামার। কিন্তু স্বপ্ন যেই জমে উঠছিল, ঠিক তখনই স্বামীর অকাল মৃত্যু যেন শাহানারাকে এক অন্ধকারে ঠেলে দেয়। দিশেহারা হয়ে পড়লেও তিনি থেমে থাকেননি। ঠিক তখনই জানতে পারেন ঘাসফুল আরএমটিপি পোল্ট্রি প্রকল্পের কথা, যেখানে সোনালী মুরগি পালনে প্রশিক্ষণ ও অনুদান দেওয়া হয়।

প্রকল্পের সহায়তায় তিনি ৫০০টি সোনালী মুরগির বাচ্চা ক্রয় করেন এবং পান ২,৫০০ টাকার অনুদান। সেই শুরু, এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

বর্তমানে শাহানারার খামারে প্রতি ৫০-৫৫ দিনে উৎপাদিত মুরগি বিক্রি হয় ২৬০-২৭০ টাকা কেজি দরে, যেখানে উৎপাদন খরচ মাত্র ২২০-২২৫ টাকা। প্রতি কেজিতে ৪০-৪৫ টাকা লাভ হয়, যার মাধ্যমে মাসিক গড় আয় দাঁড়ায় প্রায় ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ টাকা। খামারের পাশাপাশি তিনি বাড়িতে দেশি মুরগি ও ছাগল পালন করেন এবং 'সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)'-এর ভলান্টিয়ার হিসেবেও কাজ করছেন।

শাহানারার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আরও বড়, তিনি চান তার খামারটিকে ১৫০০-২০০০ সোনালী মুরগির একটি পূর্ণাঙ্গ পোল্ট্রি খামারে রূপ দিতে। পাশাপাশি কর্মসংস্থান তৈরি করতে চান অন্তত ১-২ জনের জন্য। নিজের দুই ছেলেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার পাশাপাশি তার স্বপ্ন, এলাকার আরও অনেক পারিবারিক খামারী যেন তাকে দেখে বাণিজ্যিক খামারে রূপান্তরিত হয়।

একটা সময় স্বামীহারা, দিশেহারা এই নারী আজ হয়ে উঠেছেন আত্মবিশ্বাসী এক খামারি, একজন সমাজকর্মী এবং অনেক নারীর অনুপ্রেরণা। জীবনের প্রতিটি মোড়ে লড়াই করে সামনে এগিয়ে চলার নামই যেন শাহানারা পারভিন।

নিয়মিত সেবা কার্যক্রম সম্পন্ন

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম এর স্বাস্থ্যকর্মীরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে সদস্যদের নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে। গত তিনমাসে বিভিন্ন বিষয়ে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা উপস্থাপন করা হলো।

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
সাধারণ চিকিৎসা সেবা	৩৯১
টিকাদান কর্মসূচি	২৭০
পরিবার পরিকল্পনা	২১৮
গার্মেন্টস স্বাস্থ্যসেবা	৫৫২১
হেলথ কার্ড	৭০৪
ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন	০০

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস

১১ জুলাই চট্টগ্রামের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালন করা হয়। ঘাসফুল থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের সেলিনা আক্তার। এ বছর বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "অন্তর্ভুক্তিমূলক উপাত্ত ব্যবহার করি, সাম্যের ভিত্তিতে সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়ি"।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চোখের চিকিৎসাসেবায় ঘাসফুল ভিশন সেন্টার

প্রান্তিক মানুষের চোখের উন্নত চিকিৎসায় ঘাসফুল ভিশন সেন্টার একটি সুপরিচিত সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে খ্যাতি পেয়েছে। ইস্পাহানী ইসলামিয়া আই ইনস্টিটিউট অ্যান্ড হসপিটালের সহায়তায় ২০১২ সাল থেকে নওগাঁ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় চক্ষুসেবা দিয়ে আসছে।

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪ সময়ে সাপাহার শাখায় ঘাসফুলের উদ্যোগে সাপাহার, নিয়ামতপুর, সরাইগাছি ও নাচোল উপজেলায় ২৩১টি আইক্যাম্প আয়োজন করা হয়, যা স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাড়া ফেলেছে।

এক নজরে আইক্যাম্পে সেবাগ্রহণকারীর সংখ্যা:

(জুলাই ২০২৪ - সেপ্টেম্বর ২০২৪)				ক্রমপুঞ্জিভুত (ডিসেম্বর ২০১২ হতে এ পর্যন্ত)		
আউটডোর রোগীর সংখ্যা	ছানি অপারেশন যোগ্য চিহ্নিত রোগীর সংখ্যা ও সাধারণ সেবা প্রদান	ছানি অপারেশন ও সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	আয়োজনকৃত মোট ক্যাম্প	আউটডোর রোগীর সংখ্যা	ছানি অপারেশন যোগ্য চিহ্নিত রোগীর সংখ্যা ও সাধারণ সেবা প্রদান	ছানি অপারেশন ও সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্য
৯৭০	৬১০	৮৮	২৩১	৪১,১০৩	৬,৭০০	৪,৮৪৫

গত তিনমাসে ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল থেকে চল্লিশ লাখ টাকার বেশি মৃত্যুদাবি পরিশোধ

ঘাসফুলের ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রমের আওতায় গত তিনমাসে ১০৫ জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেছেন। তাদের মৃত্যু পরবর্তী সহায়তা হিসেবে ঘাসফুল ঋণ ঝুঁকি তহবিল হতে মোট ৪০,৮২,৯৮৬ টাকা মৃত্যুদাবি বাবদ পরিশোধ করা হয়। এছাড়া মৃত সদস্যদের নমিনীদের মাঝে সঞ্চয় ফেরত বাবদ ৮,৭৮,২৭৩ টাকা এবং দাফন-কাফনের খরচ হিসেবে আরও ৫,৭৭,৫০০ টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী ঘাসফুল দীর্ঘদিন ধরে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর পাশে রয়েছে। মৃত্যুদাবি পরিশোধ ও দাফন সহায়তার মতো মানবিক কার্যক্রম সামাজিক দায়বদ্ধতার একটি দৃষ্টান্ত। গত তিনমাসে ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রমের (৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত) হালনাগাদ তথ্যাবলী এখানে উপস্থাপন করা হলো:

(৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত)

সমিতির সংখ্যা	৪২১৬
সদস্য সংখ্যা	৮১১৮৮
সঞ্চয় স্থিতি	৯১৮০৯৯৬৬০
ঋণ গ্রহীতা	৫৬৮৯৬
ক্রমপূঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ	৩০৩৬০৪৯৪৭০০
ক্রমপূঞ্জিভূত ঋণ আদায়	২৮০৫৫৮৭৫৬৮৫
ঋণ স্থিতির পরিমান	২৩০৪৬১৯০১৬
বকেয়া	১৭৮৯৬৪৯৭৪
শাখার সংখ্যা	৬০

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ আভ্যন্তরীণ ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণগুলোতে অংশগ্রহণ করেন সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ। জুলাই ২৪ থেকে সেপ্টেম্বর ২৪ পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত ২টি প্রশিক্ষণে অংশ নেন এরিয়া ম্যানেজার মোঃ আনোয়ার হোসেন ও সিনিয়ার অফিসার ইবনুল আরাত। প্রশিক্ষণ ২টি অনুষ্ঠিত হয় ঢাকাস্থ পিকেএসএফ ও সিডিএফ কার্যালয়ে।

এক নজরে সম্পাদিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির তালিকা (জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০২৪)

বিষয়	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর নাম	আয়োজক
Microenterprise Management and Financing Strategy	১৮-২২ আগস্ট ২০২৪	১) মোঃ আনোয়ার হোসেন এরিয়া ম্যানেজার	PKSF
Financial Budget, Tax, Vat & Regulatory Requirements	১৯-২১ আগস্ট ২০২৪	১) ইবনুল আরাত সিনিয়ার অফিসার	CDF

ফেনী কার্যালয়ে ত্রৈমাসিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ঘাসফুল, ফেনী আঞ্চলিক কার্যালয়ে ২১ সেপ্টেম্বর এক ত্রৈমাসিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা উদ্বোধন করেন সংস্থার পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, বক্তব্য রাখেন সহকারী পরিচালক মোঃ নাছির উদ্দিন, এরিয়া ম্যানেজার তাঈম-উল-আলম। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলো পদুয়ারবাজার শাখা (কোড-১৭), ফেনী সদর শাখা (কোড-২৪), লেমুয়া শাখা (কোড-৩৪), ছাগলনাইয়া শাখা (কোড-৩৫) ও মিয়াবাজার শাখার (কোড-৩৬) কর্মকর্তাবৃন্দ। ত্রৈমাসিক কর্মশালায় শাখা ব্যবস্থাপক ও ক্রেডিট অফিসারগণ নিজ নিজ পারফরম্যান্স উপস্থাপন করেন।

শোক সংবাদ

আমরা শোকাহত

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, ঘাসফুল, বহাদ্দরহাট শাখায় কর্মরত সহকারী কর্মকর্তা ডালিম কুমার দে গত ২৯ জুলাই নিখোঁজ হয়। গত ২রা আগস্ট চট্টগ্রাম নগরীর চান্দগাঁও থানাধীন এভারকেয়ার হাসপাতালের নিকটস্থ নির্জন এলাকায় তাঁর লাশ খুঁজে পাওয়া যায়। ডালিম দে'র মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। "ওঁ গঙ্গা দহেয়ং সর্বগাত্রানি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু"! আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার সদগতি ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

আমরা শোকাহত

পিতৃবিয়োগ

ঘাসফুল, মিয়াবাজার শাখার (কুমিল্লা) সহকারি কর্মকর্তা, মাহিনুর আক্তার মুক্তা'র পিতা জনাব আব্দুল মান্নান ৬ আগস্ট কুমিল্লা টাওয়ার হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

মাতৃবিয়োগ

ঘাসফুল, প্রধান কার্য্যালয়ে কর্মরত হিসাব বিভাগের কর্মকর্তা মোঃ খোরশেদ আলমের মমতাময়ী মাতা ০১ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। মরহুমার পরিবারের সকল সদস্যদের প্রতি ঘাসফুল এর পক্ষ থেকে আন্তরিক সমবেদনা ও সহমর্মিতা।

শোকাহত

ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সাবেক কোষাধ্যক্ষ মিসেস শাহানা মোজাম্মেল ১০ সেপ্টেম্বর ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। রাব্বুল আলামীন যেন তাঁকে জান্নাতবাসী করে নেন এবং তাঁর শোকাহত পরিবারসহ সকলকে এই শোক সইবার সমুদয় শক্তি দান করেন।

আমরা শোকাহত

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ২৩ বছর

ঘাসফুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এম. এল রহমানের ২৪তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

ঘাসফুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বিশিষ্ট কর উপদেষ্টা ও সমাজসেবক মরহুম লুৎফুর রহমান (এম.এল রহমান)-এর ২৪তম মৃত্যুবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। ১৯৭২ সালে তাঁর সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় ঘাসফুলের উন্নয়নযাত্রা শুরু হয়। উন্নয়ন ও সমাজসেবায় তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে ঘাসফুল পরিবার তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে।

এ উপলক্ষে ঘাসফুলের উদ্যোগে চান্দগাঁও আবাসিক এলাকাস্থ মোহাম্মদীয়া ফয়জুল উলুম মাদ্রাসা ও এতিমখানায় খতমে কোরআন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। শাইখ মাওলানা মোহাম্মদ নোমানের পরিচালনায় আয়োজিত দোয়া মাহফিলে মাদ্রাসার শিক্ষার্থী, এতিমশিশু ও ঘাসফুলের পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমানসহ সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

মাইক্রোফিন্যান্স এন্ড ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশান প্রোগ্রামের সমন্বয় সভা সম্পন্ন

ঘাসফুল, নওগাঁ জোনে কর্মরত শাখা ব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ও সহকারি পরিচালকদের নিয়ে ২১ আগস্ট স্থানীয় ডানা পার্কের কনফারেন্স হলে এক সমন্বয় সভা সম্পন্ন হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স এন্ড ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশান প্রোগ্রামের পরিচালক (অপারেশন) জনাব মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান। বক্তব্য রাখেন নওগাঁ জোনে কর্মরত মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগের সহকারি পরিচালক জনাব সাইদুর রহমান খান, সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের সহকারি পরিচালক জনাব কেএমজি রব্বানি বসুনিয়া, অডিট ম্যানেজার জনাব ওয়াহিদ জাবের চৌধুরী।

উপদেষ্টা মন্ডলী
রওশন আরা মোজাফ্ফর (বুলবুল)
ডেইজী মউদুদ
সমিহা সলিম
শাহানা বেগম
সম্পাদক
আফতাবুর রহমান জাফরী
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনুর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
মো: ফরিদুর রহমান
সম্পাদনা সহকারী
জেসমিন আক্তার

প্রকাশনা : ঘাসফুল, বাড়ি # ৬২, রোড # ০৩, ব্লক # বি, চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম- ৪২১২, বাংলাদেশ।
মোবাইল : ০১৭৭৭-৭৮০৭৫৫, ইমেইল : ghashful@ghashful-bd.org, ghashfulheadoffice@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org